

NARGIS

Gargi Bhattacharya

Copyrighted Material

नार्गिस

गङ्गी डेढ्राडर्य



In persian literature , the narcissus (nargis) is a symbol of beautiful eyes ...The persian phrasenarges-e-sahla-- literally means a reddish blue narcissus is a well known metonymy for the eyes of a mistress in the classical poetries of persian language.

(Wikipedia)

বর্গিল কে ,

সুচিত্রা ভট্টাচার্য, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কোলে পিঠে

মানুষ তুমি আমার কবিতা পড়বে তো ?



মেয়েরা

ওদের বুকে লাভা,

বড় জ্বালা

দারুণ কষ্ট ।

বুক চাপড়াচ্ছে

দুটি ফুলের মতন কিশোরী

বড় কোমল ,

ওদের বাবাকে নির্মমভাবে মেরেছে

কিছু গোরা চামড়া ! তার ছিন্ন ভিন্ন দেহ নিয়ে ওরা কাঁদছে---

গো- মাংস ভক্ষণ করে বলে

তুমি কি ওদের বুকে টেনে নেবে না ?

নেতাজী

ভারতের জনক গান্ধীজি হলেও
আমি সুভাষ বোসের পথের পথিক ।
আরো টু দা পয়েন্ট বললে
আমি সঞ্জয় গান্ধীর পূজারী ।
এক গালে চড় খেলে অন্য গাল
আজকাল অচল ।
গাল তো মোটে দুখানা
থার্ড টাইম কি করবে ?

ঝাঙা

সেইসব কমিউনিস্ট বন্ধুদের মেৰে চামড়া খুলে নিই

যারা বলে আমরা কমিউনিস্ট ।

বলি, কেন রে তোদের বাপুমা শেখায় নি লোকের ভালো করতে ?

ভারতে হিন্দুরা না হয় বিদেশী , চেতন্যদেব তো খোদ বাঙালী

বলে গেলেন, সবাই কে ভালোবাসবে ।

মানুষের স্বাভাবিক বোধ শক্তি, বিবেক, অনুভূতি

এর জন্য বিদেশী রাঙা ঝাঙা লাগে কেন ?

রমণীয়

রমণীর হাড় পাঁজরা ছাড়াও

সমাজকে দেবার আরো অনেক কিছু আছে ।

এসব তো যুগ যুগ ধরে ওরা পেয়েছে ।

এবার স্পেস এজে নতুন কিছু দেখুক ।

জিনিয়াস, শিল্প, অ্যাস্ট্রোল, তারায়ুদ্ধ,

ফ্ল্যামবয়েন্ট মিলিটারি অফিসার, ট্যাক্স্

উলঙ্গিনী, বেশ্যা ফেশ্যা , ওসব অনেক দেখেছি ।

যেসব রমণী আজও আদিম রিপুতেই রমণীয়

মধুযামিনীর পর পুরুষ তাদের বাজারের মালই বলে ।

বুড়োটা

বুড়োটা ছেলেবেলা থেকে কাঠ কুড়াতো

তারপর ইট গাঁথতো

তারপর খানা পাকাতো

তারপর লরি চালাতো

তারপর কারখানায় মেশিন চালাতো

তারপর , এইরকম কত তারপর হতে হতে

একদিন সে হয়ে উঠলো রাজপুরুষ

শেষে সব দায়িত্ব তারই কাঁধে ,

এবার অনেক দেশের মাথার মুকুট !

বুড়োটা আর যে পারেনা !

তাই সে মুক্তি চায় কারণ ছুটি তো কেউ তাকে দেবেনা !

এমন কর্মঠ আর সৎ মানুষ তায় অতি বিনয়ী ;

এই যুগে পাওয়া ভার । তাই সে নিজেই নিজের মৃত্যু কামনা করতো ।

মন্দিরে, মসজিদে , দরগায় গিয়ে গিয়ে ।

একদিন তো মরেও গেলো ।

তোমরা তাকে চিনতে পেরেছো কি ?

গল্পের মরাল হল এই --সবার ভালো করতে গিয়ে নিজেকে ভুলে যেওনা ।

একটু স্বার্থপর হওয়াও ভালো ।

মাছ খেকো

মাছ খেকোদের গ্রামে

রোজ রাতে মাছ ধরার পরে সারাটা রাত

জেগে জেগে মেছোরা নাকি

সেই মাছ পাহারা দেয় ।

ওখানে নাকি মাছ ডাকাতি হয় ।

সমুদ্র বেয়ে ইয়া বড় ট্রলার নিয়ে

আসে জলদস্যুরা ।

তাদের হাতে এ কে ৪৭ !

কোথায় পায় কে জানে !

তাই জেলেরা রাতভর মাছ পাহারা দেয়।

সকালে সেই মাছ বিকায় লোকাল বাজারে

তবেই খেতে পায় ছানাপোনারা ।

আবার সমুদ্রে ভাসে, নতুন মাছের সন্ধানে । কখন ঘুমায় কে জানে ?

কংস

লেবাননের এক মানুষকে

বাইরে অনেকেই বলে মামা কংস।

ওদের দেশে তাকে কান্‌হাইয়া বলে ।

শত্রুরা বলে এ হল এমন কংস যাকে করা না যায় ধ্বংস

এর ছিল বিড়ালের মত নয়টা জীবন ।

ভারতে স্বাধীনতা আনতে কত যোদ্ধা মরলো

তবেই দেশ স্বাধীন হল ।

আর এই হিরো নাকি একাই ওদের দেশ থেকে

বিদেশী ভাগালো । ওদের দেশের মানুষের কাছে শুনেছি । নাম বলবো না নিজেরা
খুঁজে নিও ।

কারণ নাম উচ্চারণে, প্রাণঘাতী শব্দ লাগে ।

ইমাম আলি

আলি সাহেব আমি আসছি

নাজাফে আমি আসছি

তুমি আমাকে বেটি বলে ডেকেছো

আমি শুনতে পেয়েছি !

কাঁচের মতন স্বচ্ছ মানব সমাজ ,

ফুলের মতন কোমল সবার মন

এমন স্বপ্নই তো তুমি দেখেছিলে

তাই না নবীন নবী ?

আমি আসছি নবী আলি

ইরাকের নাজাফে আমি হারুণ আল রশিদের

সেই মৃগশিশুটির মতন,

সবুজ ওড়না উড়িয়ে শীঘ্রই আসছি ।



লহরী

উর্মিমালা বেয়ে সারাটা দিন ওরা

হেসে খেলে ভেসে বেড়ায় ।

কেন জানো ?

সোনালী বালির চরকে, ওরা বড় ভয় পায় !

ওখানে কেবল মাদক দ্রব্য, লড়াই, খুন , জবাই ,

বলাৎকার --এইসব ছাইপাশ ।

তাই ওরা ডাঙায় না থেকে ডিঙায় ভাসে ।

প্রতিটা দিন, ২৪/৭ এইভাবেই কাটে , সর্দি ও জরে

মেয়েগুলোর ভোরাই ও গোখুলি ।

জলোচ্ছ্বাসে মেতেওঠে ক্যারেবিয়ান দ্বীপের

কালো কালো মেয়েগুলি ।

সেই চোখ

একটি মায়ের সবকটা সন্তান মৃত ।

মোট সংখ্যা ছিলো ২৫ ।

সত্যি বলছি বিশ্বাস করো !

এন্তোগুলো বাচ্চা থাকা সত্ত্বেও

একটিও বাঁচলো না । এখানে ঘরে ঘরে ডন তাই

পুলিশের গুলিতে সবাই মৃত ।

ওর চোখের দিকে তাকানো যায়না !

ভরসা কেবল এটাই যে এই মায়ের পদ্ম পাপড়ির মতন

নয়ন যুগল থেকে একবিন্দু অশ্রুও

আমাদের দেশে বা ভিটে মাটিতে পড়ছে না ।

উলঙ্গ

উল্কি বিরোধী মানুষ যাকে কুপিয়ে মেরেছে
সে আসলে গৃহহীন ছিলো ।
অনেকদিন খেতে না পেয়ে
হোমলেস্ থেকে পোশাক হীন হয় ।
শেষকালে নিজের লজ্জা ঢাকতে
সারা দেহে উল্কি আঁকে ।
ভিক্ষা করে চলছিলো বেশ
তবুও মরতেই হল ।

অমরত্ব

অমরত্বের সন্ধানে যারা

তাদের বলি দুনিয়ায় এমনও মানুষ আছে

যারা ধীরে ধীরে বুড়ো থেকে শিশু হয়, রেয়ার ডিজিজ। নাম ভুলে গিয়েছি।

আবার এমন মানুষ আছে যারা মরতেই চায়।

তারা এক দেশ থেকে অন্য দেশে যায়

মৃত্যু দূতের সন্ধানে।

এবার তোমার অমরত্বের সংজ্ঞাটা টুইট করো তো দেখি !!!

চুড়া

এভারেস্ট থেকে যে স্কি করে নেমে

এসে রেকর্ড করেছে ,

তাকে কি তুমি বিজয়ী বলবে ?

পদস্খলন তো একেই বলে, আক্ষরিক যদি নিই

ব্যাকরণ , সমীকরণ যদিও আজকাল সব ভ্যানিশ্

তবুও দুষ্টলোক জিঞ্জেস করবেই

স্কি -রেকর্ড ধারীকে জয়ী না স্খলিত বলবে !

অমূল্য রতন

জেবা আর জাহিরের খুব রাগ তাদের

মায়ের ওপর ।

মা নাকি ওদের অবহেলা করে ।

সে কেবল মাদক দ্রব্য আর মদে ভাসে ।

শিশু দুটি না খেয়ে খেয়ে ; হাড় চামড়া অলঙ্কার

আর ওদের পড়শী প্রতিমাসে কারবালা যায়

ইমাম হুসেনের দরবারে ।

যদি একটি শিশু কোল আলো করে আসে

তার শুষ্ক পারাবারে ।

আরো কালো

এমনও দেশ আছে এই বিচিত্র দুনিয়ায়

যেখানে কালোরাই কালোদের

আরো কালো বলে পিটিয়ে বা পুড়িয়ে

কালো ছাই করে মারে ।

আমি নিজে দেখেছি ।

এই কালোরা কখনো পুত্রবধু তো

কখনো নিজেরই বিবাহিতা স্ত্রী

আবার কখনো কখনো ভ্রাতৃবধু ।

অথচ এই কালো ভূতের দল যখন

পরবাসে যায় তখন গোরা চামড়া তাদের

কালো বললে -- বেজায় রাগ !!

----তখনই আলোক তন্তু বাগিয়ে ,

টুইটারে সাহেবদের রেসিস্ট ঘোষণা করে ।

রোহিত প্লাস অশ্ব = রোহিতাশ্ব

রোহিতের ছিলো একটি দারুণ অশ্ব

তার বন্ধু, স্বজন ও পোষ্য ।

কাজ সেরে তাকে নিয়ে ঘুরতে যেতো দূর দূরান্ত ।

পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে তারা দুজনে টগবগ টগবগ , টগবগ টগবগ

রোহিত ও তার অশ্বের দিনগুলি এমনই যদি কাটতো

তাহলে মন্দ হতোনা । কিন্তু দিন তো বদলায় ।

একদিন দেউলিয়া রোহিতের এমন অবস্থা যে ঘোড়াও

বেচতে হল । কোন মাইনিং স্মাট নাকি তার সমস্ত জমিজমা

ছলে বলে কৌশলে হাতিয়ে নিয়েছে । খনন হবে এবার ।

ঘোড়াটা যখন চলে গেলো , তার চোখ বেয়ে জল পড়ছিলো । এবার সে যাবে কারো
ডাইনিং টেবিলে ।

শরৎবাবুর মহেশ তাহলে দক্ষিণ গোলার্ধেও !!

আরাফাৎ

আরাফাৎ কেন মারা গেলেন জানো ?

জেনে করবে কী ?

কোনোদিন জানতে পারবে ?

যারা শান্তির বার্তা বহন করে

তাদের মৃত্যু কেন হয় কেউ জানে না ।

অহিংসার বাণী প্রচারে সিদ্ধহস্ত গান্ধীকেই দেখো !

নিহত হন হিংসার বাণে ।

মার্টিন লুথার কিং , জন লেনন সবাই

কেন মারা গেলেন কেউ জানেনা ।

এদের পার্থিব দেহ সহস্রবার ছিন্ন ভিন্ন হলেও

এরা উজ্জ্বল মোমশিখা --

হিংস্রা সাবধান , কারো না কারো গর্ভে এরা আবার আসছেন !

ইতব্বাক্ রবিন

ইজরায়েলের নীল গভীর চোখের মানুষটি

শান্তির কবুতর উড়িয়েছিলেন বলে

প্রাণ দিতে হল নিজের দেশের এক যুবকের হাতে!

মোসাদকে সারা দুনিয়া ভয় পায় ।

বাঁচাতে অক্ষম তারা নিজ নেতাকে

নাকি সক্ষম কিন্তু অক্ষম সেজে ছিলো ?

কেউ জানে না আজ সেই উত্তর ।

আধুনিক যুগে ভালো কাজ করলেও

নতুন প্রজন্ম শান্তি দেয় ।



সাধু

সেইসব সাধুর হাতে জল খেয়োনা

যাদের হাতে রক্তের ছোপ ।

নিজ নিজ পত্নীকে খুন করে

বিশ্ব প্রেমের বাণী বিলায় ।

সন্ন্যাসীর কাজ সমাজে সমাজে যোগ করা

সেইসব সাধুর হাতে জল খেয়োনা

যারা মানুষে মানুষে বিয়োগ করে

বিশ্বপিতার একতার কথা না বলে

নরকের মতন জীবে জীবে সংঘাত ঘটায় ।

গুপ্তচর

গুপ্তচর যখন মন্ত্রী হয় তখন রোজ দেখবে

খুন খারাপি দেশের আনাচে কানাচে

কারণ স্পাইদের এটাই শেখানো হয় ।

রাজনৈতিক নেতাদের তো অনেক শত্রু

তবু কটা বিরোধী পক্ষ, রাতারাতি নিহত হয় ?

গুপ্তচর টপ বস্ হলে বিরোধী নেতা ,কোথাও সুখে নেই

ছাতায় বিষ ভরে নিয়ে পিছু ধাওয়া করে শত্রু কেউ

কারণ এটাই স্পাইয়ের ধর্ম ।

কাজেই তারা রাজা হলে হবুচন্দ্রের দেশে নিয়মিতভাবে

এরকমই হয় ।

জেল

অন্যের হয়ে জেল খাটে আন্দালীব ,

কারণ তার অনেক টাকার দরকার ।

মোট দশবছর জেল খাটবে ।

মাত্র চার বছর কেটেছে ।

আসল কয়েদী পগার পার ।

এই অপূর্ব দেশ হারিরি-তে এরকমই হয় ।

আগে ভেবেছিলো খুব সোজা । ফিতে থাকা খাওয়া ।

এখন অপরাধ না করে অপরাধী হবার ঠ্যালা বুঝছে ।

বাসা

কোথায় বাসা বাঁধবে বলো ?

জমির অনেক দাম সবখানেই

মহাকাশে যাওয়া সাথে কুলাবে না ।

বরং এসো আমরা মাটির নিচে বাসা বানাই ।

সাপের মতন । ওদের দেহটা বেশ ইলাস্টিক

সহজে মোটাও হবেনা তাই হার্টের সমস্যা কম

আর শীতঘুমের ব্যাপারটা তো আছেই

তুমি অলস বাঙালী এরকম লম্বা ছুটি পেলে

বেশ মজাই হবে ।

আর একস্ট্রা পাবে ফণা আর বোনাস হিসেবে বিষ দাঁত ।

আধুনিক যুগে এগুলোর বড্ড প্রয়োজন ।

কাগজে ছেলে

একটা মাত্র কাগজের জোরে ওরা কারো ছেলে

ওদের কোনো মা নেই ।

বাবা ও মা ওদের হাতে

কোনো এক কাগজ দিয়ে

সীমানা পার করিয়ে

ছেড়ে দিয়েছে অচেনা এক দেশে ।

নতুন ভূমে ওরা অনাথ ।

পিতামাতা রয়ে গেছে অন্যপাড়ে , চেনা ভুবনে ।

তারপর যদি মাদার টেরিজা ওদের নাম, গোত্র ও ধর্ম দেন

তাকে তুমি বজ্জাত মিশনারি বলবে কোন মুখে ?

কমিউনিস্ট ও তান্ত্রিক

কমিউনিস্ট দেশে কেউ প্রতিবাদী হলে

তার আর রক্ষে নেই সবাই জানে

মৃত্যু হবেই হবে ।

আমি বলি কি অত ভোকাল হয়ো না ।

বরং কোনো তান্ত্রিকের শরনাপন্ন হও ।

ওরা এইসব ছাইপাশ মানেনা ।

সন্দেহ করবে না ।

ইতিমধ্যে তুমি নানান তন্ত্রে -মন্ত্রে

ওদের জব্দ করে পগার পার

আইডিয়াটা মন্দ নয় কী বলো ?

কার্ল মার্কস নমস্য, হয়ত টিপ্পনী শুনতেন

ভেজাল শাগরেদ্ নিয়েই যত বিপত্তি হলো ।

দ্রাবিড় শিব সুন্দর

বুর্জুয়া আমেরিকায় বসে যেই

গুটিকতক বামপন্থী ভারতীয় প্রফেসর ঝড় তুলেছে

বলিষ্ঠ মতামত পেশ করে

--জগৎ জুড়ে হিন্দু সম্মেলন বন্ধ করা হোক্

কারণ হিন্দু ধর্ম কোনো ভারতীয় ধর্ম নয় ।

তারপর থেকে দুনিয়া জুড়ে হিন্দু ভাই বোনেদের

হেনস্তার খবর চারিদিকে ।

ত্রৈতা, দ্বাপর যুগ থেকে দ্রাবিড় রাজ্যে আছে

এক পাহাড় যাকে দক্ষিণীরা শিব বলে , নাম অরণাচল ।

সেই শিব সুন্দর হিন্দু দেবতা । পরম সত্য ।

মহাজগতের রূপ । জ্যোতির্ লিঙ্গ ।

আশা করি অত্যাচারী স্টালিন এই পাহাড় স্কন্ধে করে এনে

এখানে বসাননি, হিন্দু ধর্মের ইতিহাস যাই হোক্ ।

শুঙখল

এক খাঁচা থেকে বার হয়ে আরেকটায় ঢুকো না
মধুবালা প্রাচ্যে যারা আগুন লাগিয়েছে
তারাই আবার ধাওয়া করতে পারে তোমাদের ।

অনেকেই তো এসেছে , গেছে
ভারতে ও পারস্যে
কিন্তু এদের কাছে আছে চূড়ান্ত সমস্ত তথ্য ।
আজকাল তথ্যই থার্মো নিউক্লিয়ার যুদ্ধ করতে পারে ।

দেখছো না তোমাদের কেমন ধীরে ধীরে গ্রাস করে
কীচক ও গব্বর সিং বলে দিচ্ছে !

